সূচিপত্র

সম্পাদকদ্বয়ের কথা **১৪**

পরম সম্পাদকের কথা **১৭**

মুত্বাহহিরাহ- ১ ..... **২৪**

১. হায়েয ২৪

২. হায়েযের গণনা ২৫

৩. হায়েয শেষ হয়েছে কিনা তা বোঝার উপায় ২৬

৪. হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পরে ২-৩ দিনের মধ্যে আবার রক্ত দেখা ২৭

৫. হায়েয এবং ইস্তিহাযার রক্তের মধ্যে পার্থক্য ২৭

৬. রমাদানের সিয়ামরত অবস্থায় হায়েয হয়ে গেলে করণীয় ২৮

৭. রমাদানের কাজা সিয়াম ২৮

৮. শাওয়ালের ৬ রোজা রেখে তারপরে রমাদানের কাজা রোজা আদায় ২৯

৯. হায়েযরত অবস্থায় লাইলাতুল ক্বদরের আমল ২৯

১০. হায়েযরত অবস্থায় কুরআনের মুসহাফ স্পর্শ ৩০

১১. হায়েযরত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআনের আয়াত লেখা ৩১

১২. হায়েযরত অবস্থায় হজ্জ/উমরা ৩২

১৩. হায়েয চলাকালীন বা হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর হলুদ বর্ণের স্রাব ৩৫

১৪. হায়েযরত অবস্থায় কাপড়, প্যাড, টেম্পন বা ডিভা কাপ ইত্যাদি ব্যবহার ৩৬

১৫. সিয়ামের জন্য ওষুধ সেবনের মাধ্যমে হায়েয আটকে রাখা ৩৭

১৬. হায়েযরত অবস্থায় দৈহিক মিলন ৩৭

১৭. দৈহিক মিলনরত অবস্থায় হায়েয ৩৯

মেডিকেল: হায়েয, নিফাস ইত্যাদি **৪১**

১. হায়েয ৪১

২. স্বাভাবিক মাসিক ৪২

৩. অস্বাভাবিক হায়েয বা মাসিক চলাকালীন সমস্যা ৪২

৪. স্যানিটারি প্যাড, মেন্সট্রুয়াল/ডিভা কাপ, টেম্পন ইত্যাদি ব্যবহার ৪৩

৫. হায়েযের সময় করণীয় ৪৪

৬. মাসিক বন্ধ রাখার ওষুধ সেবন ৪৫

৭. কখন একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ৪৬

৮. মেনোপজ ৪৬

৯. নিফাস ৪৭

১০. নিফাস চলাকালীন লক্ষণীয় ৪৮

১১. সাদাস্রাব ৪৯

১২. লোমকর্তন ৫০

মুত্বাহহিরাহ- ২ ..... **৫১**

১. নিফাস ৫১

২. নিফাস গণনা এবং নিফাস অবস্থায় ইবাদত ৫১

৩. প্রসবের পূর্বে পানি নির্গত ৫২

৪. সিজারের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব ৫২

৫. গর্ভপাতের পর রক্তস্রাব ৫৩

৬. গর্ভ নষ্ট হওয়ার কারণে ডিএনসি করার পরে রক্তস্রাব ৫৩

৭. হায়েয, নিফাস, জুনুব থেকে পবিত্রতা অর্জন ৫৪

৮. ফরজ গোসলের সঠিক নিয়ম ৫৪

৯. হায়েয-নিফাসরত অবস্থায় দৈনন্দিন কাজ ৫৬
১০. ইস্তিহাযা এবং তার হুকুম ৫৮
১১. ঘন ঘন সাদাস্রাব নির্গত হওয়া ৫৮
১২. নারীদের স্বপ্নদোষ ৫৯
১৩. স্বপ্ন দেখার পরও কোনো পানি দৃশ্যমান না হওয়া ৬০
১৪. অবাঞ্ছিত লোম ৬০
১৫. লোম পরিষ্কার করার ইসলাম সম্মত উপায় ৬২
১৬. দৈহিক মিলনের পর ফরজ গোসল ৬২
১৭. চুমু কিংবা স্পর্শের কারণে স্রাব নির্গত হওয়া ৬৩
১৮. কাপড়ের নাপাকি ৬৩
১৯. শিশুদের প্রস্রাব বা পায়খানা ৬৫

মাসায়িলুত ত্বাহারাত ৬৬

হায়েযজনিত প্রশ্ন ৬৬
নিফাসজনিত প্রশ্ন ৬৯
ইস্তিহাযা-বিষয়ক প্রশ্ন ৭০
লোমকর্তন-বিষয়ক প্রশ্ন ৭২
পবিত্রতাজনিত অন্যান্য প্রশ্ন ৭২
মেডিকেল-বিষয়ক প্রশ্ন ৭৪

অসূর্য্যাম্পশী- ১ ..... ৭৭

১. বর্তমান সময়ে পর্দার প্রয়োজনীয়তা ৭৮
২. পর্দা, ইভ-টিজিং এবং ধর্ষণ ৮০
৩. মনের পর্দা ও দেহের পর্দা ৮১

৪. নারীদের সতর ও সতর ঢাকার পদ্ধতি ৮১

৫. মহিলাদের পোশাক যেমন হবে ৮৪

৬. পর্দার ক্ষেত্রে নিকাব পরিধানের বিধান...৮৬

৭. পর্দার ক্ষেত্রে নারীদের হাত-পা ঢেকে রাখার বিধান...................................৯৫

৮. বর্তমান ট্রেডিশনাল হিজাব...৯৬

৯. নারীর মাহরাম ও বিস্তারিত মাহরাম চার্ট ৯৬

১০. নাবালক ছেলেদের সামনে পর্দা ১০০

১১. ফাসিকা ও অমুসলিম নারীদের সামনে পর্দা ১০০

১২. মাহরাম পুরুষ ও নেককার মুসলিমাহ নারীদের সামনে মহিলাদের আওরাহ .. ১০১

১৩. গাইরে মাহরামদের সাথে কথা বলার বিধান.....................................১০২

১৪. ছেলে বন্ধু, কাজিন, বিয়ের কথা চলছে/বিয়ে পাকা হয়ে গেছে ১০৫

অসূর্যাস্পর্শী- ২...**১০৮**

১. নারীদের জন্য চাকরি বা ব্যবসার বিধান...১০৮

২. পর্দা করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবি আপলোড ১১১

৩. সোশ্যাল মিডিয়ায় বিপরীত লিঙ্গের সাথে চ্যাট করা, পোস্টে কমেন্ট করা..... ১১৪

৪. গাইরে মাহরাম পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত... ১১৬

৫. পুরুষদেরকে সালাম দেওয়া বা সালামের জবাব দেওয়ার বিধান ১১৮

৬. নারী ও পুরুষের সহশিক্ষার বিধান... ১১৯

৭. নারীদের সুগন্ধি প্রসাধনী ব্যবহার.. ১২২

৮. অলংকার প্রদর্শিত হয়ে যাওয়ার বিষয়ে বিধান ১২৪

৯. নিজের অজান্তে যেভাবে পর্দা লঙ্ঘন হতে পারে.................................... ১২৪

মাসাইলুল হিজাব **১২৭**

আওরাহ ১২৭

সলাতের সতর ১২৮

মাহরাম, গাইরে মাহরাম ও বিবিধ ১২৮

সহশিক্ষা ১৩২

চাকরি বা ব্যবসা ১৩৩

দুর্বল সৃষ্টি **১৩৬**

১. একজন পর্দানশীল নারীর প্রতি দ্বীনদার পুরুষদের মানসিকতা ১৩৮

২. পাপের সাগরে নিমজ্জিত একজন পুরুষ ১৪৪

৩. পর্নোগ্রাফি পুরুষদের অন্তরকে যেভাবে বিকৃত করেছে ১৪৭

৪. শিশুরা কি পর্নোগ্রাফি থেকে মুক্ত? ১৫২

৫. ফেমিনিজমের প্রবর্তনা এবং এর উদ্দেশ্য ১৫৪

৬. ফেমিনিস্টদের ইসলামবিরোধী অবস্থান ১৫৫

৭. যেসকল অবস্থায় নারীবাদীদের ঈমান ভেঙে যায় ১৫৯

৮. পুরুষই কেন নারীর অভিভাবক? ১৭২

৯. ক্যারিয়ার বনাম সন্তানের তারবিয়াত ১৭৩

সাইকোলজি: পুরুষদের মনস্তত্ত্ব **১৭৫**

১. নারীকণ্ঠ ১৭৫

২. নারীদের দৃষ্টিপাত ১৭৬

৩. নীলশহরের হাতছানি ১৭৭

৪. ডোপামিনের কাঠের চশমা ১৭৯

৫. পর্নো আসক্ত পুরুষকে পর্নোগ্রাফি থেকে ফিরিয়ে আনার উপায় ১৮০

৬. পুরুষের যৌনতা বনাম নারীর যৌনতা ১৮৬
৭. স্বামীকে বশ করে রাখার টোটকা! ১৮৭
৮. পুরুষের কল্পজগৎ ১৮৮
অর্ধেক দ্বীন: পূর্বপ্রস্তুতি **১৯০**
১. দ্বীনদার নারীদের জন্য বর্তমানে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা ১৯১
২. বিয়ে নিয়ে ফ্যান্টাসি ১৯৪
৩. বিয়ের উদ্দেশ্য ১৯৫
৪. শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের পূর্বে বিয়ে নিয়ে পড়াশোনা করার গুরুত্ব ১৯৭
৫. স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য গান (হালাল), নাশীদ, নাচ, আবৃতি ইত্যাদি শেখা .. ১৯৯
৬. দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নারীদের ব্যায়াম করা ২০০
৭. দ্বীনদার পুরুষদের বিয়ের প্রয়োজনীয়তা ২০০
৮. পুরুষদের বহুগামী চিন্তাধারা, এই অবস্থায় নারী হিসেবে করণীয় ২০৩
৯. ইসলামের বহুবিবাহের বিধান ২০৬
১০. বর্তমান সমাজে বহুবিবাহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ২০৮
১১. বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বহুবিবাহ ২১০
অর্ধেক দ্বীন: পরবর্তী **২১৩**
১. বিয়ের শর্ত ২১৪
২. ওয়ালীর শর্ত ২১৫
৩. সাক্ষীর শর্ত ২১৬
৪. ইসলামে পাত্র-পাত্রী দেখার বিধান ২১৬
৫. পাত্রীকে যারা দেখতে পারবে ২১৭
৬. পাত্রীর কোন কোন অঙ্গ কতবার দেখা যাবে ২১৭

৭. বিয়েকে ঘিরে যত কুসংস্কার ২১৯
৮. নারীর ক্ষেত্রে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করার বিধান ২২৩
৯. প্রথম রাতে করণীয় ২২৪
১০. প্রথম রাতে বধূর প্রস্তুতি ২২৬
১১. আবেদনময়িতা ২২৮
১২. স্ত্রীর স্তন চোষা বা চুমু খাওয়া ২৩২
১৩. মিলনের সময় যোনিপথে আঙ্গুল প্রবেশ করানোর বিধান ২৩৩
১৪. যোনি বা লিঙ্গ মুখ দিয়ে স্পর্শ করার বিধান ২৩৩
১৫. জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহের বিধান ২৩৪
১৬. যেসকল কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ জায়েয নেই ২৩৬
১৭. ভ্রূণ নষ্ট করার বিষয়ে শরী'আহর বিধান ২৩৯
১৮. পায়ুপথে সঙ্গম করার বিধান ২৪০
১৯. বিভিন্ন আসনে (Position) সহবাস করার বিষয়ে শরঈ দৃষ্টিকোণ ২৪২

মেডিকেল দারস: যৌন মিলন ২৪৪

১. সতীচ্ছেদ ২৪৪
২. প্রথম যৌনমিলনে করণীয় ২৪৫
৩. মিলনের ক্ষেত্রে নাজায়েয বিষয়সমূহ ২৪৬
৪. যৌনমিলনের উপকারিতা ২৪৭
৫. বেশ কিছু জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ২৪৭
৬. জন্মনিয়ন্ত্রণের কিছু স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি ২৪৯
৭. ভ্রূণহত্যা ২৫০

নারীর সাজ **২৫১**

১. লিপিস্টিক ব্যবহারের বিধান ২৫১

২. লিপিস্টিক তৈরিতে পশুর চর্বি বা এ্যালকোহল ব্যবহৃত হলে তার বিধান..... ২৫২

৩. চোখে কাজল, আইলাইনার, মাশকারা কিংবা সুরমা প্রয়োগের বিধান ২৫৪

৪. সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে মেয়েদের মেকাপ ও প্রসাধনী ব্যবহারের বিধান ২৫৫

৫. চুলে খিজাব/ব্রাউন হেয়ার কালার ব্যবহারের বিধান ২৫৬

৬. নারীদের ক্ষেত্রে চুল কাটার বিধান..... ২৫৬

৭. নারীদের চুল বিক্রির বিধান ২৫৭

৮. ভ্রু প্লাক, শরীরে নকশা আঁকা ও দাঁতের মাঝে ফাঁকা সৃষ্টি ২৬০

৯. নখ বড় রাখার বিধান..... ২৬১

১০. নেইলপলিশ পরিধানের বিধান..... ২৬১

১১. নারীদের জন্য অলংকার পরিধানের বিধান..... ২৬১

১২. পরচুলা, কৃত্রিম পলক, কৃত্রিম নখ এবং রঙিন আইলেন্স ব্যবহারের বিধান..... ২৬২

১৩. কপালে টিপ পরিধানের বিধান..... ২৬৩

মাসায়িলুন নিকাহ **২৬৫**

পাত্র সম্পর্কিত প্রশ্ন..... ২৬৫

বিয়ের গুরুত্ব না বোঝা পরিবার সম্পর্কিত প্রশ্ন..... ২৬৬

বিয়ের পর আপন পরিবারের খিদমত সম্পর্কিত প্রশ্ন..... ২৬৬

স্বামীর সাথে আচরণবিধি..... ২৬৭

সাজগোজ সম্পর্কিত প্রশ্ন..... ২৬৯

মেডিকেল-বিষয়ক প্রশ্ন..... ২৬৯

বীরাঙ্গনা **২৭১**

১. জিহাদের ময়দানে সাহাবিয়াতদের ভূমিকা ২৭১

২. হতে হবে বজ্রসম ২৭৬

৩. সন্তানকে বীর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে ২৭৮

৪. সন্তানের তারবিয়াত ২৭৯

মেডিকেল: গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন সচেতনতা **২৮৭**

১. গর্ভাবস্থায় মায়েদের প্রস্তুতি ২৮৭

২. ট্রাইমেস্টার ২৮৭

৩. সন্তান প্রসব ২৮৯

৪. পোস্ট-পার্টাম ডিপ্রেশন ২৯১

মাসায়িলুত তারবিয়াত **২৯৩**

সন্তান লালন-পালন বিষয়ক প্রশ্ন ২৯৩

সন্তানের অধিকার বিষয়ক প্রশ্ন ২৯৪

মেডিকেল বিষয়ক প্রশ্ন ২৯৪

॥ ১ম দারস ॥

মুত্বাহহিরাহ- ১

রবকে সন্তুষ্ট করতে আমরা প্রতিনিয়ত সাধ্যমতো আমল করে যাচ্ছি। সিংহভাগ আমলের পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা। তাই শরী'আহর আলোকে পবিত্রতা কীভাবে অর্জন করা যেতে পারে সেই বিষয়ে যথাসাধ্য জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজনীয়। পবিত্রতার অংশে নারীদের এমন অনেক বিধান রয়েছে যা খুব ভালো এবং খোলামেলাভাবে আমাদের জেনে নেয়া আবশ্যক।

১. হায়েয

◆ **আভিধানিক অর্থ-** প্রবহমান।

◆ **পারিভাষিক অর্থ-**

هي دماء طبيعية تخرج من الرحم كل شهر لعدة أيام يصاحبها ألم في أسفل البطن والظهر وتختلف في شدتها من فتاة إلى أخرى

প্রকৃতিগতভাবে প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের যোনিপথ থেকে দুর্গন্ধযুক্ত, ঘন ও কালচে বর্ণের রক্ত একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্গত হয়, তাকে হায়েয বলে। এবং এই সময়ে সাধারণত তার তলপেট ও পিঠ বেশ ব্যথা করে।[১]

১] আল মু'জামুল ওয়াসিত্ব- ১/২১২; লিসানুল মীযান, ইবনু মানযূর- ৭/১৪২; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার, মাওসীলি- ১/২৬; আল হিদায়াহ, মারগীনানী- ১/৩২; শরহুস সগীর আলা আক্বরাবিল মাসালিক ইলা মাযহাবি ইমাম মালিক, দারদীর- ১/২০৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, রমালী- ১/৩০৪; নাইলুল মাআরেব বি শারহে দালীলিত ত্বলেব, তুগরবী- ১/১০৪; মাওসূয়াতু ফিক্বহিয়্যাহ- ১৮/২৯২

২. হায়েযের গণনা

ইমাম আবু হানীফা ﵀, ইমাম সুফিয়ান সাওরী ﵀—এর মতে হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা ৩ দিন আর সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ দিন।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত,

أقل الحيض للجارية البكر والثيب: ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام فإذا زاد فهي مستحاضة

বাকেরা (কুমারী) ও সাইয়্যেবাহ (অকুমারী) উভয় নারীর জন্যই হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা হচ্ছে ৩ দিন আর সর্বোচ্চ সময়সীমা হচ্ছে ১০ দিন। এর বেশি হলে তা ইস্তিহাযা বলে বিবেচিত হবে। [২]

ইমাম মোল্লা আলী আল ক্বারী ﵀ এ বিষয়ে বহু হাদীস উল্লেখ করেন, যেগুলোর সনদ হাসান ও দলিলযোগ্য বলে তিনি রায় প্রদান করেছেন। [৩]

সুতরাং বোঝা গেল হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা ৩ দিন আর সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ দিন। এর উপরে যা হবে তা ইস্তিহাযা। ইস্তিহাযা সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত আসছে ইন শা আল্লাহ।

মেয়েদের একই মাসে দুই হায়েযের মাঝে সর্বনিম্ন পবিত্রতার সময় হচ্ছে ১৫ দিন। এই ব্যাপারে হানাফী,[৪] মালেকী,[৫] শাফে'য়ী ও হাম্বলী[৬] মাযহাবের জমহুরগণ একমত।

২] নাসবুর রয়াহ, যাঈলায়ী- ১/১৯১; আল বিনায়াহ, আঈনী- ৩/৬১৬; বাদায়েউস সানায়ে, কাসানী- ১/৪০

৩] ফাতহু বাবিল ই'নায়াহ ফি শারহি কিতাবিন নুক্বায়াহ- ১/১২৪

৪] হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন- ১/২৮৫;

৫] আল ইখতিয়ার- ১/২৯; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনু রুশদ- ১/৫৩;

৬] মুখতাসারু কিতাবিল উম্ম- ১/৬৫-৬৬; আল আওসাত্ব ফিস সুনানি ওয়াল ইজমা, ইবনুল মুনযির- ১/২৫৫; আহকামুন নিসা, ইবনুল জাওযী- ২৭

৪. নিয়মতান্ত্রিকভাবে একবার হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পরে ২-৩ দিনের মধ্যে আবার রক্ত দৃশ্যমান হওয়া

এমতাবস্থায় অনেকেই একে হায়েয মনে করে সলাত ছেড়ে দেয়। অথচ এটি হায়েয হিসেবে পরিগণিত হবেনা। কেননা পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে যে, দুই হায়েযের মাঝে কমপক্ষে ১৫ দিনের পবিত্রতা থাকতে হবে। এর মাঝে যেই রক্ত দেখা যাবে তা ইস্তিহাযা হিসেবে পরিগনিত হবে।

৫. হায়েয এবং ইস্তিহাযার রক্তের মধ্যে পার্থক্য

হায়েয ও ইস্তিহাযা একে অপর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর পার্থক্য এই কারণে বোঝা প্রয়োজন যে, এর একটির কারণে নামাজ ও অন্যান্য ইবাদত ছেড়ে দিতে হয় কিন্তু অপরটির কারণে নামাজ বা অন্যান্য ইবাদত ছাড়া যায় না। কোনো নারীর হায়েয হলে সে অপবিত্র বলে গণ্য হবে এবং সলাত, সিয়াম ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে এবং পবিত্র হওয়ার পর তার জন্য গোসল করে নেওয়া বাধ্যতামূলক হবে।

কিন্তু ইস্তিহাযা হচ্ছে সাধারণ রক্ত। এর কারণে কেউ অপবিত্র হয় না। তাই ইবাদত থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন নেই, আবার গোসলেরও প্রয়োজন নেই বরং ওজুই যথেষ্ট। বোঝাই যাচ্ছে হায়েয ও ইস্তিহাযার মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে না পারলে অনেক ফরজ আমলও অযথাই ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

◆ اللَّوْنُ (রং) : হায়েযের রক্ত কালো। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার রক্ত লাল।

◆ الرِّقَّةُ (ঘনত্ব) : হায়েযের রক্ত গাঢ়। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার রক্ত পাতলা।

◆ الرَّائِحَةُ (গন্ধ) : হায়েযের রক্ত দুর্গন্ধযুক্ত। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার রক্ত সাধারণ রক্তের মতো দুর্গন্ধমুক্ত।

◆ التَّجَمُّدُ (জমাটবদ্ধতা) : হায়েযের রক্ত বের হওয়ার পরে জমাটবদ্ধ হয় না। কেননা তা রেহেমে জমাটবদ্ধ থাকে। অতঃপর তা গলে তরল অবস্থায় বের হয়ে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে যায় না। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার রক্ত জমাটবদ্ধ হয়। কেননা তা সাধারণ রক্তের মতো উপশিরা থেকে নিঃসৃত রক্ত।

৬. রমাদানের সিয়ামরত অবস্থায় হায়েয হয়ে গেলে করণীয়

রমাদানে সিয়ামরত অবস্থায় হায়েয দেখা দিলে রোজা ছেড়ে দেবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে রমাদানের দিনের সম্মানার্থে পানাহার পরিত্যাগ করা উত্তম, তবে এটি জরুরি নয়। আবার প্রকাশ্যে পানাহার করাও উচিত নয়। তবে রমাদানের দিনের বেলা যদি কোনো মহিলার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ওই দিনের অবশিষ্ট সময় তার জন্য পানাহার থেকে বিরত থাকা জরুরি। পরবর্তী সময়ে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর ছুটে যাওয়া রোজার সাথে সেই দিনের রোজারও কাজা করতে হবে। [৯]

ইমাম আন-নববী ﵀ বলেন— "উম্মাহর উলামাগণ সর্বসম্মতিক্রমে একমত যে, যেই মহিলাদের হায়েয ও নিফাস দৃশ্যমান হয় তাদের জন্য রোজা রাখা হারাম এবং তাদের রোজা বৈধ নয়... উলামাগণ সর্বসম্মতভাবে এই বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, সেই নারীদের জন্য রামাদানে ছুটে যাওয়া রোজা কাজা আদায় করে নেওয়া ওয়াজিব। আত-তিরমিযী, ইবনুল মুনযির, ইবনু জারীর, সাহাবাগণ এবং অন্যান্য বর্ণনাকারীদেরও এ বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে।" [১০]

৭. রমাদানের কাজা সিয়াম

হায়েযের কারণে ছুটে যাওয়া রমাদানের সিয়ামগুলো পরবর্তী রমাদান আসার আগে যেকোনো দিন হায়েয বা নিফাস থেকে পবিত্র থাকাবস্থায় কাজা আদায় করে নিতে হবে। তবে দ্রুত আদায় করাই উত্তম।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

৯] হেদায়া- ১/২২৫; কিফায়াহ- ৩/২৮৩; ফাতহুল বারী- ২/২৮২; আহসানুল ফাতাওয়া- ৪/৪২০

১০] আল মাজমু'- ২/৩৮৬

কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস (রমাদান) পাবে সে যেন এ মাসে রোজা রাখে। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে (ছুটে যাওয়া রোজার) এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে। [১১]

আম্মাজান আয়েশা ﵂ নিজের ব্যস্ততার কারণে রমাদানের ছুটে যাওয়া সিয়াম শা'বান মাসে রাখতেন। এর দ্বারা বোঝা যায় সুযোগ মতো কাজা রোজা রাখা যায়।

আবু সালামাহ ﵁ হতে বর্ণিত,

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ قَالَ يَحْيَى الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

"আম্মাজান আয়েশা ﵂ কে বলতে শুনেছি, আমার ওপর রমাদানের যে কাজা হয়েছে তা শা'বান ব্যতীত আমি আদায় করতে পারতাম না.....।" [১২]

এক্ষেত্রে অল্প অল্প করে কাজা আদায় বা একসাথে সবগুলো, উভয়ভাবেই রোজা রাখা যাবে।

৮. শাওয়ালের ৬ রোজা রেখে তারপরে রমাদানের কাজা রোজা আদায়

হাদীসের নস[১৩] থাকায় হানাফীদের মত হলো এই যে, আগে শাওয়ালের রোজা রেখে এরপর যেকোন মুহূর্তে রমাদানের কাজা রোজা রাখা যাবে। [১৪]

৯. হায়েযরত অবস্থায় লাইলাতুল ক্বদরের আমল

রমাদানের শেষ দশ রাত ব্যাপক ফজিলতপূর্ণ। এই রাতগুলো আল্লাহর বান্দা-বান্দীগণ আমলে কাটিয়ে দেন লাইলাতুল ক্বদরের তালাশে। এমতাবস্থায় অনেক নারীই হায়েয বা নিফাসগ্রস্থ থাকেন, সেক্ষেত্রে তারা কি সকল প্রকার আমল ছেড়ে দেবে? উত্তর

১১] সূরা বাক্বরাহ- ১৮৫

১২] সহীহ বুখারী- ১৯৫০

১৩] প্রাগুক্ত।

১৪] সহীহ বুখারী- ১৯৫০, রদ্দুল মুহতার- ২/২৪৩, বাহরুর রায়েক্ব- ২/৮৬, আল মাওসূয়াতুল ফিক্বহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ- ২৮/১০০

হচ্ছে– অবশ্যই না। সেই নারী অপবিত্র অবস্থায় যেসকল আমল করা যায় সেসব আমল অধিক হারে করবে। লাইলাতুল ক্বদরে বেশি বেশি দুরুদ, যিকির-আযকার, মাসনূন দুয়া, কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করা, তাওবাহ-ইস্তিগফার ইত্যাদি আমলসমূহ হায়েয-নিফাসগ্রস্থ নারী করতে পারে। [১৫]

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ وَيُسَمِّيَانِ

ইবরাহীম নাখায়ী ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হায়েযরত নারী ও যার উপর গোসল ফরজ হয়েছে উভয়ে আল্লাহর যিকির করতে পারবে এবং বিসমিল্লাহও পড়তে পারবে।" [১৬]

১০. হায়েযরত অবস্থায় কুরআনের মুসহাফ স্পর্শ

হায়েযরত অবস্থায় কুরআনের মুসহাফ স্পর্শ করা যাবে না। তবে ওজু ব্যতীত, হায়েয ও জুনুবী তথা গোসল ফরজ অবস্থায় কোনো আলগা কাপড় বা রুমাল দিয়ে ধরা যাবে। এই ব্যতীত গিলাফ মুড়ানো কুরআন স্পর্শ করা যাবেনা যেহেতু সেটা আলগা কাপড় নয়। [১৭]

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ﴾

"পবিত্ররা ব্যতীত কেউই এই কুরআন স্পর্শ করবে না।" [১৮]

ইমাম নববী ও ইমাম তাইমিয়া ﵀ বলেন— "পবিত্র হওয়া ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে মতামত দিয়েছেন হযরত আলী, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস,

---

১৫] ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ১/৩৮-৩৯; তাবয়ীনুল হাকায়েক- ১/১৬৫; হাশিয়াতুত তহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ-৭৭; আদ্দুররুল মুখতার- ১/২৯৩

১৬] মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস- ১৩০৫, সুনানে দারেমী- ৯৮৯

১৭] আদ্দুররুল মুখতার- ১/৩২০; তাহতাবি- ১৪৩-১৪৪; আলমুহীতুল বুরহানী- ১/৪০২; রদ্দুল মুহতার- ১/২৯৩; আলবাহরুর রায়েক- ১/২০১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ১/৩৯

১৮] সূরা ওয়াক্বিয়াহ- ৭৯

সালমান, আবদুল্লাহ ইবনে উমার ﵄ সহ প্রমুখ সাহাবি এবং অন্য সাহাবিদের এর বিপরীত কোনো অভিমত নেই।"[১৯]

অনুরূপভাবে এ বিষয়ে রয়েছে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস। যেমন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর বিন হাযম বলেন, রাসুল ﷺ আমর বিন হাযম এর কাছে এই মর্মে চিঠি লিখেছিলেন— "পবিত্র হওয়া ছাড়া কুরআন কেউ স্পর্শ করবে না"। [২০]

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: لا يمس القرآن إلا طاهر

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﵄ থেকে বর্ণিত। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন- "পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।" [২১]

১১. হায়েযরত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআনের আয়াত লেখা

হায়েযরত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত ও তার পূর্ণ কোনো আয়াত লেখা কোনোটিই জায়েয নেই।

لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন- "ঋতুবর্তী মহিলা এবং গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি কুরআন পড়বে না।" [২২]

১৯] শরহুল মুহাজ্জাব- ২/৮০; মাজমুউল ফাতাওয়া- ২১/২৬৬

২০] মুয়াত্তা মালিক- ৬৮০; কানযুল উম্মাল- ২৮৩০; মারেফাতুস সুনান ওয়াল আসার- ২০৯; আল মুজামুল কাবীর- ১৩২১৭; আল মুজামুস সাগীর- ১১৬২; সুনানে দারেমী- ২২৬৬

২১] মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৫১২

২২] সুনানে তিরমিযী- ১৩১; সুনানে দারেমী- ৯৯১; মুসনাদুর রাবী- ১১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- ১০৯০; মুসন্নাফে আব্দুর রাজ্জাক- ৩৮২৩; আল ইলাল, ইবনে আবী হাতিম- ১/৪৯

عن إبراهيم قال: الحائض والجنب يذكران الله ويسميان

ইবরাহীম ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– "হায়েয এবং গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করতে পারবে, এবং 'বিসমিল্লাহ' তথা তার নাম নিতে পারবে। [২৩]

তবে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বা 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজি'উন' তিন ক্বুল, সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি ইত্যাদি বা কুরআনের অন্যান্য বাক্যাংশ যা সাধারণত দুআ হিসেবে পঠিত হয় কেবল সেই আয়াতগুলোই জিকিরস্বরূপ (আল্লাহর স্মরণে) পড়তে পারবে।

আর একান্ত প্রয়োজনে কুরআনের আয়াত লিখতে হলে- আয়াতের লিখিত অংশে হাত না লাগিয়ে লেখা যেতে পারে। [২৪]

১২. হায়েযরত অবস্থায় হজ্জ/উমরা

এ অবস্থায় নফল কিংবা ফরজ কোনো তাওয়াফের বিধান পালন করা যাবে না। তবে এক্ষেত্রে হজ্জ ও উমরাহর অন্যান্য বিধান ও আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে পারবে। যেমন সাঈ করা, উকূফে আরাফাহ, উকূফে মুযদালিফা, কংকর নিক্ষেপ ইত্যাদি। এসবের জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। [২৫]

আম্মাজান আয়েশা ﵂ বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ

বিদায় হজ্জে আমরা আল্লাহর রাসুল ﷺ এর সাথে হজ্জের জন্য বের হয়েছিলাম..... মক্কায় আসার পরে আমি হায়েযগ্রস্থ ছিলাম তাই আমি বাইতুল্লাহতে তাওয়াফ করিনি এবং সাফা-মারওয়াতেও সাঈ করিনি। এ ব্যাপারে আমি নবীজির নিকট অভিযোগ

২৩] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- ১৩০৫; সুনানে দারেমী- ৯৮৯

২৪] ফাতহুল কাদীর, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া

২৫] আল ফাতাওয়া আত তাতারখানিয়াহ- ১/৪৮২, মাসআলাহ- ১২৮৮